বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে সবার বসার অধিকার সমান

আজ জ্ঞান গঙ্গা আর জ্ঞান সাগরের মিলন মেলা, যে মেলায় সব বাচ্চারা বাবার সাথে রুহানী মিলনের অনুভব করছে । বাবাও রুহানী বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত আর বাচ্চারাও রুহানী বাবার সাথে মিলনের আনন্দে আনন্দিত কারণ আত্মারা যখন কল্প-কল্পের পরিচিত বাবাকে তাদের বুদ্ধিযোগ দ্বারা চিনতে পারে, যে তারা পূর্ব কল্পের সেই একই আত্মা, তারা সেই একই বাবাকে খুঁজে পেয়েছে, তখন তারা নিজেদের আনন্দ, সুখ, প্রেম আর খুশির দোলায় দোলার অনুভব করে । পূর্ব কল্পের বাচ্চারা আবারও একবার এই অনুভব করছে । তাদের সেই পুরানো পরিচিতি আবার স্মৃতিতে ফিরে এসেছে । স্নেহসাগরে নিবিষ্ট, এমন স্মৃতিস্বরূপ আত্মারাই এই বিশেষ অনুভব বুঝতে পারে । বাচ্চারা, তোমরা সবাই স্নেহশীল আত্মা, শুদ্ধ সম্পর্কের কারণে তোমরা এখানে পৌঁছেছ । তাসত্ত্বেও, স্নেহেরও নম্বরক্রম আছে । কোনও আত্মা ভালোবাসায় অন্তর্লীন আর কোনও আত্মা তাদের যথাশক্তি অনুযায়ী মিলনের অনুভব করে । আবার কেউ এই রুহানী মিলন মেলার আনন্দ বুঝতে পেরে এখনও বুঝতে চেষ্টা করছে । তবুও সব আত্মাকে স্নেহশীল আত্মা বলা হবে । স্নেহ-সম্বন্ধের আধারে তারা ক্রমাগত এগোতে এগোতে আত্মস্বরূপ স্থিতিতে পৌঁছে যাবে । তাদের বোঝার চেষ্টা সমাপ্ত হলে তাদের অন্তর্লীন হওয়ার অনুভব হয়েই যাবে, কারণ, স্নেহে অন্তর্লীন হওয়া আত্মারাই সমান হয় । অতএব, সমান হওয়া অর্থাত্ স্নেহে অন্তর্লীন হওয়া । সুতরাং, তুমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারো যে, তুমি কতদূর বাবা সমান হয়েছ ! বাবার সংকল্প কি ? আমি-লাভলীন আত্মার সংকল্প কি তাঁর সংকল্পের সমান ? একইরকমভাবে কি আমি বাবার বাণী, কর্ম, সেবা, সম্বন্ধ সবকিছুতে বাবা সমান হয়েছি ? অথবা, এখনও বিশাল প্রভেদ আছে নাকি অল্পই প্রভেদ আছে ? প্রভেদ সমাপ্ত করতে 'মনমনাভব'-র মহামন্ত্র প্রয়োজন । প্রতি সেকেণ্ডে তোমার প্রতি সংকল্পে এই মহামন্ত্রের স্বরূপ হওয়াই তাঁর সমান হওয়া এবং তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন হওয়া আত্মা রূপে অভিহিত হয় । বেহদের বাবা বেহদের সংকল্প রাখেন, সব বাচ্চারা বাবা সমান হোক । তিনি এরূপ মনে করেননা যে, তিনি গুরু হবেন আর বাকিরা শিষ্য । না ! তিনি চান তোমরা বাবা সমান হয়ে বাবার হৃদয়-সিংহাসনে ব'সো । এখানে তোমাদের গদি-আসীন হতে হবেনা; দু'-একজনই সেইরকম হবে । যেমনই হোক, এখানে বেহদের বাবা তোমাদের বেহদের হৃদয়-সিংহাসনে বসার উপযুক্ত বানান, যেখানে সব বাচ্চারা অধিকার লাভ করতে পারে । তোমাদের প্রত্যেকের একই রকম গোল্ডেন চান্স আছে । হয় তোমরা শুরুতে এসেছিলে নয় মধ্যতে অথবা এখন এসেছ । তোমাদের সবার সমান হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে অর্থাত্ হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার । এমন নয় যে, যারা শেষে আসে তারা এগিয়ে যেতে পারবেনা । যে কেউ এগিয়ে যেতে পারে কারণ এই প্রপার্টি অসীম-এর (বেহদের) । সুতরাং, এটা এমন নয় যে, যারা শুরুতে এসেছিল, তারা সবকিছু নিয়ে নিয়েছে আর সব শেষ হয়ে গেছে । এত অনন্ত প্রপার্টি যে, যারা পরে আসে তারাও যতখুশি নিতে পারে । কিন্তু যারা অধিকার লাভ করে সবকিছু তাদের ওপর নির্ভর করে, কারণ অধিকার নেওয়ার সাথে সাথে তোমাদের অধীনতার সংস্কার ত্যাগ করতে হবে । এটা কিছুই না, শুধু অধীনতা কিন্তু যখন এটা ছাড়ার প্রসঙ্গ আসে তখন তুমি নিজের কমজোর অবস্থার কারণে একই কথায় স্থির হয়ে থাকো আর বলো যে, সংস্কার ছাড়েনা । তুমি তোমার সংস্কারকে দোষারোপ করে বলো সংস্কার ছাড়েনা, বাস্তবে তুমি নিজেই ছাড়তে চাওনা । কোনটা বেশী শক্তিশালী - চৈতন্য শক্তি না সংস্কার ? সংস্কার আত্মাকে ধারণ করেছে নাকি আত্মা সংস্কার ধারণ করেছে ?

আত্মার চৈতন্য শক্তি সংস্কার না সংস্কারের চৈতন্য শক্তি আত্মা ? আত্মাই যখন ধারণ করে তাহলে আত্মাকেই ছাড়তে হবে, নাকি সংস্কার নিজেই ছেড়ে যাবে ! তোমরা এর আবার কত নাম দাও, এটা আমার সংস্কার, স্বভাব, নেচার, অভ্যাস । কিন্তু বলে কোন শক্তি ? অভ্যাস বলে ? নাকি আত্মা বলে ? সুতরাং, তোমরা মালিক হলে নাকি গোলাম ? তোমাদের অধিকার নেওয়ার অর্থাত্ মাস্টার হওয়ার অথরিটি পাওয়ায় বেহদের চান্স থাকা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের যথাশক্তি নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাও । এইরকম হওয়ার কারণ কি ? তোমরা বলো, এটা আমার অভ্যাস, আমার সংস্কার, আমার নেচার । যাই হোক, তোমরা যতই বলো সেসব তোমাদের, তবুও সেই বলায় কোন মালিকভাব নেই । যদি সেসব তোমাদের হয়, তাহলে তো তোমরা সেইসবের মালিক হলে, তাই না ! তাহলে কি তোমরা বলবে, এমনই মালিক, যা চাই তা' করতে পারেনা, যে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেনা অথবা যে অধিকার লাভ করতে অসমর্থ ? তবে কি এমন দুর্বল আত্মাকে সর্বাধিকারী আত্মা বলা হবে ! তোমাদের সামনে খোলাখুলি চান্স রয়েছে; বাবা তোমাদের নম্বর ক্রমানুসারে দেননা; তোমরা নিজেরাই নম্বরক্রমে তৈরি হও । বাবার হৃদ্-সিংহাসন এতই বড় যেখানে সারা বিশ্বের আত্মারা অন্তর্লীন হতে পারে । এই সিংহাসন এমনই বেহদ স্বরূপ, কিন্তু আসীন হওয়ার মতো তেজস্বী ক'জন হতে পারে ? কারণ হৃদয়-সিংহাসনাসীন হতে হলে তোমাকে তোমার হৃদয়ের সাথে সওদা করতে হবে । এই কারণে বাবাকে দিলওয়ালা বলা হয় । তিনি তাঁর হৃদয় তোমাদের সঁপেও দেন, আবার তোমাদের হৃদয় নিয়েও নেন । যখন সওদা শুরু হয়, তোমরা বড় চাতুরী দেখাও । তোমরা পুরো সওদা করোনা, কিছুটা রেখে নাও; আর তখন তোমরা কি বলো ? না, "ধীরে ধীরে সবকিছু দিয়ে দেব ।" তোমরা কিস্তিতে কারবার করা পছন্দ করো । যে এক ঝটকায় একসাথে সওদা করে সে সদা একরস থাকে এবং সবকিছুতে এক নম্বর হয়ে যায় । বাকি যারা একটু একটু করে সওদা করে তারা একটার পরিবর্তে দু'নৌকায় পা রেখে সবসময় কোনও না কোনও অবস্থার অবাঞ্ছিত পরিবর্তনে বিভ্রান্ত হয়। একরস হতে পারেনা। এইজন্য সওদা করতে হলে এক সেকেণ্ডে করো । তোমার হৃদয়কে টুকরো টুকরো কোরোনা । আজ তোমার হৃদয়কে তোমার থেকে সরিয়ে বাবার সাথে জুড়ে দিলে, তার মানে, তুমি তাঁকে তোমার হৃদয়ের এক টুকরো দিলে অর্থাত্ এক কিস্তি দিলে । কাল আবার তোমার সম্পর্কগুলো থেকে হৃদয় সরিয়ে বাবাকে দিলে, দ্বিতীয় কিস্তি, তোমার হৃদয়ের দ্বিতীয় টুকরো । এইভাবে করলে কি হবে ? বাবার প্রপার্টি থেকে তুমি মাত্র এক টুকরোর অধিকার লাভ করবে । প্রাপ্তির অনুভবের সব অনুভূতিকে অনুভব করতে পারবেনা । অল্প অল্প অনুভব করলে তার থেকে না হবে সদা সম্পন্ন, আর না হবে সদা সন্তুষ্ট, এইজন্য এখনও কোনও কোনও বাচ্চা বলে যে, তাদের যতটা অনুভব হওয়া উচিত্ ছিলো ততটা তারা অনুভব করতে পারেনি । কেউ কেউ বলে, তাদের পুরো অনুভব হয়না, তারা অল্পমাত্র অনুভব করে । কেউ আবার বলে পুরো অনুভব হয় কিন্তু সবসময় হয়না, কারণ ফুল সওদা না করায় তারা পূর্ণ (ফুল) ব্যাপ্তির অনুভবও করতে পারেনা । তারা একবারে সওদার সংকল্প করেনি, সেইজন্যে তারা এটা করে অল্প অল্প ক'রে, তাদের অনুভবও হয় অল্প সময়; এটা সবসময়ের নয় । কার্যতঃ, এই সওদা কত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির সওদা; এটা হলো, উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে হৃদয় দিয়ে দিলারাম বাবার হৃদয়-সিংহাসনে আরামে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার লাভ করা । তবুও কি একবারে এই সওদা করার ক্ষমতা নেই তোমাদের ! এটা তোমরা বুঝতে পারছ, এর সম্পর্কে কথা বলছ, কিন্তু তোমাদের সাহসের অভাবে এই ভাগ্য প্রাপ্তিতে অপারগ থেকে যাচ্ছ । এই সওদা তো সস্তাই, তাই না ! নাকি তোমাদের খুব কঠিন বলে মনে হয় ? বলার সময় সব বলো এটা সস্তার সওদা । যাই হোক, তোমরা যখন এটা করতে শুরু করো, অনেক কঠিন বানিয়ে দাও । কার্যতঃ, তুমি যা দিচ্ছ তা' তো প্রকৃতপক্ষে দেওয়া নয় । লোহা দিয়ে হীরে নেওয়া - এটা দেওয়া

হলো না নেওয়া হলো ? তাহলে তোমাদের নেওয়ারও ক্ষমতা নেই ? এই কারণে তোমরা বলেছ যে, বেহদের বাবা সবাইকে সমানভাবে দেন, কিন্তু তাদের সকলের অবাধে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও শুধু যারা নিচ্ছে তারা নম্বর অনুযায়ী হয়ে যায় । তুমি যদি একটা চান্স নিতে চাও তো নিতে পারো ! এরপরে কেউ তোমার অভিযোগ শুনবেনা যে, এই কারণ ঘটেছে, নয়তো তুমি করতে পারতে । যদি আমি শুরুতে আসতাম বা যদি এমন পরিস্থিতি না হতো, আমি এগিয়ে যেতে পারতাম ! এই অভিযোগ তোমার নিজের দুর্বলতার । তোমার স্ব-স্থিতির সামনে বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছু করতে পারেনা । বিঘ্ন-বিনাশক আত্মাদের পুরুষার্থের পথে কোনও বাধা বিঘ্ন উত্পন্ন করতে পারেনা । সময়ের হিসাবে গতির হিসাব হয়না । এমন নয় যে, কেউ দু'বছর আগে এসেছে তাই সে এগিয়ে যাবে আর যে দু'মাস আগে এসেছে সে পারবেনা । এখানে সেকেণ্ডে সওদা ! সুতরাং, দু'মাস তো কত বড় ! যাই হোক, যখন এসেছিলে সেই মুহূর্ত থেকে তীব্রগতি হয়েছ ? সুতরাং, তীব্র গতিসম্পন্ন আত্মা অমনোযোগী অনেক আত্মাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারে । এইজন্য বর্তমান সময় এবং মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মাদের এই বরদান আছে - নিজের জন্য তুমি যা চাও, যেভাবে যত উন্নতি চাও করতে পারো, যত অধিকার তুমি লাভ করতে চাও,সহজে তা করতে পারো, কারণ এই সময় এখন আশীর্বাদপ্রাপ্ত । তোমরা আত্মারা বরদাতা বাবার বরপ্রাপ্ত । তোমরা বুঝতে পেরেছ ? তোমরা বরপ্রাপ্ত হতে চাইলে এখনই হও । নয়তো বরদানের সময় শেষ হয়ে আসছে । পরে মেহনত করলেও কোনকিছুর প্রাপ্তি হবেনা । এইজন্যে যা পেতে চাও এখনই প্রাপ্ত করে নাও । যা করতে চাও এখনই করে নাও । ভেবোনা, কিন্তু যা তুমি করতে চাও তা' দৃঢ় সংকল্পের সাথে করো এবং সাফল্য অর্জন করো ।

যারা সর্বাধিকারী, যারা এক সেকেণ্ডে সওদা করে অর্থাত্ তারা ভাবামাত্র সেটা করে, এইরকম সদা তেজোময় শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা মালিক হয়ে পরিবর্তনের শক্তি দ্বারা তাদের দুর্বলতা সমাপ্ত করে, যারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে চেয়ে সেটা করে, এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান, হৃদ্-সিংহাসনাসীন, অধিকারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ
নিজেকে সদা সেবাধারী মনে করে সেবায় তো নিযুক্ত রাখো, তাই না ! সেবাধারীদের সেবার সফলতার বিশেষ আধার কি ? জানো তোমরা ? একজন সেবাধারী সবসময় সফল হতে চায়, কিন্তু সাফল্যের আধার কি ? আজকাল বাবা কোন কথার ওপর বিশেষভাবে তোমাদের অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন ? (ত্যাগের ওপর), বিনা ত্যাগ এবং তপস্যায় সফলতা আসতে পারেনা । সুতরাং, সেবাধারী হওয়ার অর্থ হলো ত্যাগ মূর্ত এবং তপস্বী মূর্ত হওয়া । তপস্যা কি ? এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এটাই প্রতি মুহূর্তের তপস্যা । আর ত্যাগ কি ? বাবা তোমাদের ত্যাগের বিষয়ে অনেক বলেছেন কিন্তু সার রূপে একজন সেবাধারীর ত্যাগ হলো - যেমন সময়, সমস্যা, ব্যক্তি, সেরকমভাবেই নিজেকে মোল্ড করে স্ব-কল্যাণ এবং অন্যদের কল্যাণ করার জন্য সদা ইজি থাকতে হবে । পরিস্থিতি যেমন হবে অর্থাত্ কোথাও নিজের নাম ত্যাগ করতে হতে পারে, কোথাও সংস্কার, কোথাও ব্যর্থ সংকল্প, কোথাও বা সাময়িক স্থূল সাধন - সুতরাং, সেই সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানাতে সমর্থ হওয়া প্রয়োজন । তার জন্য যে কোনও ত্যাগের প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাই করো, নিজেকে মোল্ড করে নাও, একেই বলা হয়ে থাকে ত্যাগ মূর্ত হওয়া । ত্যাগ, তপস্যা এবং তারপর

সেবা । সেবায় ত্যাগ-তপস্যাই সাফল্যের ভিত । সুতরাং, এমন ত্যাগী হও যাতে সেই ত্যাগের অযথা গর্ব না হয় যে, তুমি কিছু ত্যাগ করেছ ! যদি এমন সংকল্পও আসে, তবে সেটা ত্যাগ নয় ।

সেবাধারী অর্থাত্ বড়দের ডিরেকশন তত্ক্ষণাত্ কার্যে প্রয়োগ করা । লোক-সংগ্রহ অর্থে অর্থাত্ জিজ্ঞাসুদের সাহায্যার্থে কোনও ডিরেকশন পেলে, তুমি রাইট এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত্ নয় । যদি তুমি রাইটও হও লোক-সংগ্রহ অর্থ নিমিত্ত আত্মাদের ডিরেকশন পেলে সর্বদা বলো, "জী হাঁ" , "জী হাজির" , - এটাই সেবাধারীদের বিশেষত্ব । এটা বশ্যতা স্বীকার করা বা নিজেকে হীন করা নয় । বরং আরও উঁচু হওয়া । কখনও কখনও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে, আমি যদি এইরকম করি তবে নিজের মর্যাদা হানি হবে এবং তাতে আমার নাম মূল্যহীন হয়ে যাবে, আমার পার্সোনালিটি মূল্যহীন হয়ে যাবে, কিন্তু না ! মেনে নেওয়া অর্থাত্ মাননীয় হওয়া, অন্যকে সম্মান দেওয়ার অর্থ স্বমান নেওয়া । অতএব, এমন সেবাধারী হও যে, নিজের মান-মর্যাদাও ত্যাগ করে দিতে পারো । স্বল্পকালীন মান মর্যাদা দিয়ে তুমি কি করবে ? আজ্ঞাকারী হওয়ার অর্থই হল সদাকালের মান-মর্যাদা লাভ করা । তাহলে তোমরা কি এটা অবিনাশী চাও নাকি এখনই-এখনই নিতে চাও ! একজন সেবাধারী অর্থাত্ এই সবকিছু ত্যাগে এভার রেডি । বড়রা কিছু বলা মাত্রই সেটা করা । এমন বিশেষ সেবাধারী, বাবার এবং সবার প্রিয় হয় । বিনম্র হওয়া অর্থাত্ সফলতার ফল ধারণ করা । এই নতি স্বীকার নিজেকে ছোট করা নয়, বরং সফলতার ফল সম্পন্ন হওয়া । সেই সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তোমার নাম মূল্যহীন হয়ে পড়ছে, অন্য কেউ মহান হয়ে গেছে আর তুমি ছোট হয়ে গেছ, তোমাকে নীচে নামানো হয়েছে আর অন্যকে ওপরে ওঠানো হয়েছে । যতই হোক, এটা মাত্র সেকেণ্ডের খেলা । সেকেণ্ডে পরাজয় হতে পারে আবার সেকেণ্ডে জয় হতে পারে । সেকেণ্ডের পরাজয় হলো তোমার সদা পরাজয় যা তোমাকে চন্দ্রবংশী ধনুকধারী বানিয়ে দেয়, আর সেকেণ্ডের জয় হলো অবিরত তোমাকে খুশির প্রাপ্তি করায়, যার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বাঁশি বাজাতে দেখানো হয় । তবে ! কোথায় চন্দ্রবংশী ধনুকধারী আর কোথায় বংশীধারী ! সুতরাং, এটা সেকেণ্ডের কথা নয় কিন্তু সেই সেকেণ্ড সদাকালের আধার । তাই এই রহস্য বুঝে অবিরাম চলতে থাকো । ব্রহ্মাবাবাকে দেখেছিলে, ব্রহ্মাবাবা নিজেকে কত নীচে করেছেন ! এত নিরহংকারী সেবাধারী হয়েছেন যে, বাচ্চাদের পা টিপে দিতেও রাজী । বাচ্চারা আমার থেকে এগিয়ে ! বাচ্চারা আমার থেকে ভালো ভাষণ দেয় । তিনি কখনও বলেননি, প্রথমে আমি ! তিনি বলেছেন আগে বাচ্চারা, প্রথমে বাচ্চারা, তিনি বাচ্চাদেরই বড় বলতেন ! সুতরাং, নিজেকে নীচে করা মানে নীচে হওয়া নয় , তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বে নিয়ে যাচ্ছ । সুতরাং একেই বলা হয়ে থাকে প্রকৃত যোগ্য সেবাধারী । সবার তো এইরকমই লক্ষ্য, তাই না ! গুজরাট থেকে অনেক সেবাধারী বেরিয়েছে কিন্তু গুজরাটের নদী গুজরাটেই বইছে, গুজরাট কল্যাণকারী না হয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী হও । সদা এভার রেডি হও । আজ কোনও ডাইরেকশন পেলে বলো, "হাঁ জী !" কি হবে ? কিভাবে হবে ? ট্রাস্টিকে কেন ভাবতে হবে - কি হবে, কেন হবে ? নিরন্তর নিজেকে অফার করো তবেই নিরন্তর তুমি উপরাম (সব কিছুর ঊর্ধ্বে, বৈরাগ্য) স্থিতিতে থাকবে । তখন মোহ আর অধীনতা থেকে দূরে সরে যাবে । আজ এখানে, কাল অন্য কোথাও যাবে, তখনও তুমি সবকিছু অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে চলে যাবে । যদি তুমি ভাবো এখানেই থাকতে হবে তবে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, "আমাকে এইরকম হওয়ার জন্য অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, আমাকে এইরকম হতে হবে ...." । তুমি আজ এখানে তো কাল তুমি অন্য কোনখানে । তোমরা বিহঙ্গ । আজ এই ডালে তো কাল অন্য ডালে । তোমাদের স্থিতি তখন উপরম হয়ে যাবে, সুতরাং,

মনের স্থিতি নিরন্তর উপরাম হতে হবে । এমনকি যদি কোথাও ২০ বছরও থাকো, তুমি কিন্তু এভার রেডি থাকো । নিজে ভেবোনা যে, কিভাবে হবে, একে বলা হয়ে থাকে মহাত্যাগী । আচ্ছা ।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগের মহত্ব জেনে পরমাত্ম আশীর্বাদে ঝুলি ভরে মায়াজিত্ ভব

সঙ্গমযুগের এক সেকেণ্ড অন্য যুগের এক বছরের থেকে বেশী গুরুত্বপুর্ণ । এই সময়ের এক সেকেণ্ডও যদি তুমি নষ্ট করে ফেল তবে এক সেকেণ্ড নয় অনেক কিছু তুমি নষ্ট করে ফেল । সর্বদা এর মহত্ব স্মরণে থাকলে প্রতি সেকেণ্ডে পরমাত্ম আশীর্বাদ লাভ করবে । আর যার ঝুলি পরমাত্ম আশীর্বাদে সদা ভরপুর থাকে তার কাছে মায়া কখনও আসতে পারেনা । দূর থেকেই সে পলায়ন করবে । সুতরাং সময় বাঁচানো হলো তীব্র পুরুষার্থ করা । তীব্র পুরুষার্থী অর্থাত্ সদা মায়াজিত্ ।

স্লোগানঃ- যারা আজ্ঞাকারী তারাই বাবার এবং পরিবারের আশীর্বাদযোগ্য ।